আহারে! আহারে মানুষ!

মাহমুদা রুনু

তুমি অঘটন ঘটন পটীয়সী ধরার কন্যা ।
তোমার জন্মের কাল বিরল এক
সংগ্রামের অধ্যায় রচনার ইতিহাস “রক্ত বন্যা” ।
চির-ভাস্বর শাশ্বত কন্যা । তুমি অনন্যা ।
কোটি কোটি শ্রমজীবী তোমার প্রেমে ধন্যা ।
যে শ্রমিক আদি থেকে অন্ত আপাদমস্তক তব প্রেমে আসক্ত
শ্রমের ঘামে হাড় জিরজিরে শরীর খাটিয়ে
জ্বালিয়ে রাখে কারখানার চিমনী
উন্নয়নের মাপকাঠি তরতরিয়ে ওঠে, জ্বলে থাকে তব অস্তিত্ব ;
তাদেরই অবদানে জীবন্ত প্রাণ নিয়ে বাঁচে মানচিত্রের ধমনী ।
আহারে! আহহারে!! কিভাবেই-না বাঁচতে চেয়েছিল
আমার পাশের বাড়ির মেয়েটি,
আমার গ্রামের সেই বলিষ্ঠ ছেলেটি,
আমার মহল্লার বস্তির সেই চেনা মানুষটি ।
আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউম শব্দের সাথে সাথেই
সাইকেলের টুন টুন শব্দ তুলে,
কেউবা টিফিন কেরিয়ার হাতে নিজের কথা ভুলে
অসহায় নিঃস্ব পরিবারের মুখে দিতে দিনান্তের অন্ন তুলে,
বিলাসী মালিকের বিত্তের পাহাড় গড়তে চিমনীর ধোয়া তোলে ।
আহারে !! আহহারে!! কী নির্মমতায় কী ভয়ংকর নৃশংসতায়
লেলিহান শিখায় দোর-বদ্ধ কারখানায়
ওদেরকে পুড়ে মরতে হোল অঙ্গার হোয়ে;
মালিকের অর্থ-লোলুপ হায়েনার ঘৃণ্য থাবায় জীবন বন্ধক দিয়ে ।
মৃত্যু অমোঘ, মৃত্যু জন্মের শোধ, নিয়তির নিয়ম
কিন্তু এমন বীভৎস অপমৃত্যু ? কাদের বাধা নিয়ম ?
কোথায় বিধাতা স্বয়ং ?
তবে কি তিনিও মালিক পক্ষ ?
কার প্রার্থনায় তিনি হবেন শ্রমিক পক্ষ?
ওরাতো আজন্ম বিধাতা-বিশ্বাসী
তারই দয়ার অন্ধ তপস্বী ।
মা পেলোনা তার সন্তানের লাশ
ভাই পেলোনা তার বোনের শেষ আদর
তুমি পেলেনা তোমার শত শত নাগরিকের লাশ ।
দেশপ্রেমী মানুষের রক্ত দিয়ে তোমার মাটি হোয়েছিল শক্ত
সেই তুমি কেন আজ এমন অসহায় ? এমন রিক্ত ?
যাও না মেয়ে ঢেকে দাও কালো কাপড়ে ওই সংসদের উদ্যত স্থাপনা
মুছে দাও সংবিধানের বড় বড় ব্যর্থ সংলাপের প্রজ্ঞাপনা ।
মুখে চুনকালি মাখিয়ে ওই কারখানার মালিকদের
নিয়ে যাও রায়ের বাজারের বদ্ধভুমিতে ফের ।

দেখাও সেই সন্তানদের যারা স্বপ্নের দেশ চেয়ে আজ স্মৃতিসৌধ
যদি তারা আজ তোমার শক্ত মাটি ভেদ করে দিতে পারে বোধ
এইসব জারজ সন্তানদের
যাদের বিচারের বিধান নেই এই সংসদের ।
আহারে !! আহহারে !!! কী বীভৎস কী নির্মম !
আর কতকাল মেনে নিতে হবে এমন মৃত্যুর নৃশংসতা ?
আর কতদিন ? আর কত শত মৃত্যু-দৃশ্য
বোধোদয় দেবে সংবিধানের পাতা ?
বলে দেবে এক একটা লাশ সে বিধানের এক একটা বর্ণ
যে বর্ণে লেখা ফেব্রুয়ারির গাথা ।
ওই কারখানার চিমনির চেয়েও উঁচু কোন মঞ্চ থেকে
চাই অপরাধীর ফাঁসী । বিচারের বানী আর কাঁদবেনা নীরবে নিভৃতে ।
হে অনন্য কন্যা বিবেকের ভগ্নাবশেষ থেকে রুখে দাড়াও
দুহাত জোড় করে ক্ষমা চাও মানুষের কাছে। ক্ষমা চাও
স্বজন-হারা মানুষের কাছে । তোমার পতাকার আকাশ দাও
দাও নিরাপদ জীবন, বেঁচে থাকার নুন্যতম প্রত্যাশা দাও ।
নগণ্য এক কবি -
হাত-তুলে আছে তার বিশ্বাসের বিধাতার কাছে
হৃদয়ের অন্তিম আশ্রয় তাঁরই রহমতের মাঝে ।
“এ পোড়ার দেশকে তুমি মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব দাও
দান করো সর্বোচ্চ সম্মানিত মমত্ববোধ
অপমৃত্যুর নৃশংসতা-মুক্ত মানব-বোধ”।

২৮ নভেম্বর ২০১২